76

দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 APR 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

শিক্ষার সমাধি

দেশের শিক্ষাঙ্গন থেকে কিছুতেই গোলযোগের অবসান ঘটানো যাচ্ছে না। শিক্ষাঙ্গনের কোথায়ও না কোথায়ও প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন গোলযোগ হচ্ছেই। গত কয়েক দিনের হিসাব নিলে শিক্ষাঙ্গনের একটি উদ্বেগজনক চিত্রই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ধর্মঘটের পর অফিসার ধর্মঘট, অফিসার ধর্মঘটের পর কর্মচারী ধর্মঘট, পরবর্তীকালে নানা কারণে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। তারপর এ মাসেই খুলেছে। কিন্তু সেখানেও শান্তি নিশ্চিত করা যায়নি। এ মাসের গোড়ার দিকে ধর্মঘট করেছিলেন ছাত্রী নার্সরা। তারপর ধর্মঘট করেছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। ঢাকার মিরপুরে স্কুলের জমি নিয়ে কয়েকদিন ধরে সংঘর্ষ হয়ে গেল। খুলনার বিএল কলেজ সাত মাস বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি খুলেছে। নতুন পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বেশ কিছুদিন ধর্মঘট করল। কর্মবিরতি পালন করেছেন বদরুন্নেসা মহিলা কলেজের শিক্ষক–শিক্ষয়িত্রীরা। ছাত্র সংঘর্ষের জের হিসাবে পুনরায় বন্ধ হয়ে গেছে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ। বেসরকারী স্কুল–কলেজের শিক্ষকরা বিভিন্ন দাবিতে ধর্মঘট শুরু করেছেন এসএসসি পরীক্ষা সামনে রেখে। এই হল গত এক মাসে শিক্ষাঙ্গনের মোটামুটি চিত্র।

আমরা এই মুহূর্তে একথা বলতে চাই না যে অহেতুক এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আমরা শিক্ষকসমাজ বা ছাত্রসমাজের দাবি–দাওয়া নিয়েও কোন প্রশ্ন করতে চাই না। আমরা শুধু ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই, শিক্ষাঙ্গনের এই পরিস্থিতি নিয়ে তারা কিছুটা চিন্তা–ভাবনা করুন।

শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতির পরিণাম একটিই দাঁড়াচ্ছে, তা হল লেখাপড়া বন্ধ, সেশনজট থেকে মুক্তির পথ বন্ধ, ছাত্রদের শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হওয়া প্রভৃতি। আমরা প্রথমে এ ব্যাপারে ছাত্র সমাজেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। শিক্ষাঙ্গনে গোলযোগ হলে তার প্রত্যক্ষ শিকার হন ছাত্রসমাজই। তাদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষাজীবন অকারণ দীর্ঘায়িত হয়। কখনও কখনও এই ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্য পাঠক্রম সংক্ষিপ্ত করতে হয়, যা জ্ঞানের আওতা সীমিত করে তোলে। আমরা বিশ্বাস করি, কোন ছাত্রই চান না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হোক, পড়াশোনা বিঘ্নিত হোক। সকল দলমতের সকল ছাত্রকে এই বিষয়টি চিন্তা করে দেখার জন্য অনুরোধ জানাই। আমরা বলতে চাই, সবাই মিলেই আপনারা এমন একটি পরিবেশ বজায় রাখুন যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার মত কোন পরিবেশ সৃষ্টি না হয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু থাকে এবং নির্ধারিত সময়ে সকলেই স্কুল–কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয় পেরিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারেন।

শিক্ষকসমাজের কাছেও আমাদের আবেদন, দাবি–দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে এমন কোন পথ কি উদ্ভাবন করা যায় না যাতে শিক্ষাদানের ধারা অব্যাহত থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলে শিক্ষার মত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জিম্মি হয়ে পড়ে ছাত্ররাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষার একটা বন্দোবস্ত কি করা যায় না, ভেবে দেখার জন্য শিক্ষকসমাজের কাছে আমরা অনুরোধ জানাই। একই সঙ্গে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমরা সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

শিক্ষাঙ্গনে বর্তমানে যে উদ্বেগজনক অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে, ধারাবাহিক-ভাবে যে গোলযোগ চলছে, তাতে সংশয়ের সৃষ্টি হয় যে অত্যন্ত সুপরি-কল্পিতভাবে কেউ এই গোলযোগ সৃষ্টি করছে। ফলে, আজ এখানে, কাল ওখানে তারা নানা কৌশলে গোলযোগ বাধিয়ে রাখছে। তারা চায় না, বাংলাদেশে একটি শিক্ষিত শক্তিশালী জনশ্রেণী গড়ে উঠুক, যা আমাদের উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। এভাবে চক্রান্ত করে কেউ যাতে আমাদের শিক্ষার সমাধি রচনা করতে না পারে সে ব্যাপারে ছাত্র–শিক্ষক–অভিভাবক ও সরকার—সকল মহলেরই সতর্ক থাকা দরকার।